চারুচিত্র নিবেদিত

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব অবলম্বনে

কমললতা

পরিচালনা

হরিসাধন দাশগুপ্ত

পরিবর্ধন ও সংলাপ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চারুচিত্রের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে

বিমললতা

শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তম কুমার

সুচিত্রা সেন

নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, তরুণকুমার, বীরেন চ্যাটার্জি, সমরকুমার, বিজন ভট্টাচার্য, অজিত চ্যাটার্জি, দিলীপ রায় চৌধুরী, অর্ধেন্দু মুখার্জি, ছায়া দেবী, যুঁই ব্যানার্জি, রমি চৌধুরী, মিতা মুখার্জি, ইন্দু দেবী, মায়া দেবী, প্রমীলা ত্রিবেদী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, কামু মুখার্জি, মন্মথ মুখার্জি, রবীন মুখার্জি, মণি শ্রীমানী, খগেশ চক্রবর্তী, সুখময় সেন, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুধাময় গৌতম, অমূল্য বোস, হাসি মজুমদার, অনিল বাগ, কিশোরী পাইন, ডাঃ ঘটক, জগৎবিলাসবাবু, অনিল মৈত্র, মলয়, সুধীর, মণি ও আরো অনেকে।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত

পরিবর্ধন ও সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত

চিত্র গ্রহণে : জ্যোতি লাহা

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

পদাবলী : জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস

গীতি রচনা : প্রণব রায়

শিল্প উপদেষ্টা : প্রাতিময় সেন (এ্যাঃ)

শিল্প নির্দেশনা : সুজিত দাস, সুবোধ দাস

রূপসজ্জা : ৺শৈলেন গাঙ্গুলী, নিতাই সরকার

সংগঠনে : সুনীল রায় চৌধুরী

কর্মসচিব : রবীন মুখার্জি

শব্দ গ্রহণে : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল, জে, ডি, ইরানী, বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাশগুপ্ত

শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সংগীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ, সত্যেন চট্টো:

পটশিল্প : রামচন্দ্র সিণ্ডে

বহির্দৃশ্য গ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা, সুজিত সরকার, অনিল তালুকদার

একমাত্র পরিবেশক : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

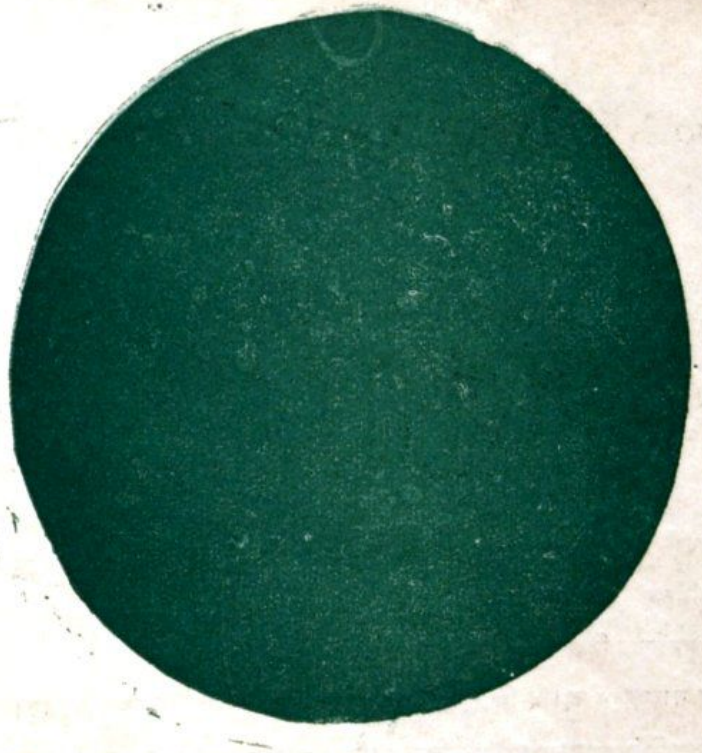

এতকাল তো জীবনটা কেটে গেল উপগ্রহের মতো। আমার এই ভবঘুরে মনটা কোথাও সম্পূর্ণ ধরা দিল না।—সেই কবে যে ছেলেবেলায় আমার মনে দূরের নেশা ধরিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, সেই থেকে চলাই বুঝি আমার নিয়তি। এই চলার পথে কুড়িয়ে চলেছি স্নেহ ভালোবাসার কত পাথেয়,—এই আনন্দেই সাগর পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম বর্মায়।

দেশে ফিরে ছিলাম কিছু দিনের ছুটি নিয়ে। দেখা হয়ে গেল পাঠশালার বন্ধু, ছেলেবেলার সঙ্গী—পাশের গ্রামের গহরের সংগে। চিরকাল আধ পাগলা। কবিতা লিখত তখন থেকেই। দেখা হতে আর দাঁড়াল না—টেনে নিয়ে চলল তার নিজের বাড়ীতে, পাশের গ্রামে।

এই আর একজনকে দেখলাম যে আমার দলের। আমি তো তবু ভবঘুরে, সে যে ঘরে থেকেও সন্ন্যাসী। মা নেই, বাপ নেই, স্ত্রী নেই। থাকবার ভেতরে প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি—তা থেকে দু-হাতে দানধ্যান চলে গহরের। বাড়ীর হিন্দু চাকর নবীন এই ভোলানাথ মানুষটিকে সামলাতে পারে না—লোকে তাকে যত খুশি ঠকায়, গহর বলে, 'নিক্‌গে। আমার তো অনেক আছে, ওদের ভারী অভাব।'

গহর আজো কবিতা লেখে—প্রকৃতি আর স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে সে। তার ঠাকুর্দা ছিলেন বাউল, তাঁর রক্ত বাজে গহরের শিরায় শিরায়, একতারা বাজিয়ে সুর তোলে মনের আনন্দে। এ ছাড়াও নতুন করে একখানা 'রামায়ণ'ও সে লিখছে, তার ধারণা এই কাব্য তাকে অমর করবে।

কিন্তু আমি তখনো জানতাম না, তার মনের একতারায় এমন করে সুর জাগায় কে। কে তার দু চোখে এমন করে ঘনিয়ে আনে স্বপ্ন। একদিন গহরকে সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পেলাম তাকে। সে মুরারিপুর আখড়ার বৈষ্ণবী কমললতা।

আমার এই ঘরছাড়া জীবনে কত বিস্ময়ই তো দেখা দিয়েছে বারবার। কিন্তু কমললতার মতো বুঝি আর কখনো দেখিনি।

আখড়ার মোহান্ত দ্বারিকাদাস বাবাজী—আর এক আশ্চর্য মানুষ। দেখেই আপন ক.র নিলেন। আর এল কমললতা।

কমললতার কালো চোখে চির-পরিচয়ের আলোটিই যেন দেখতে পেলাম আমি।

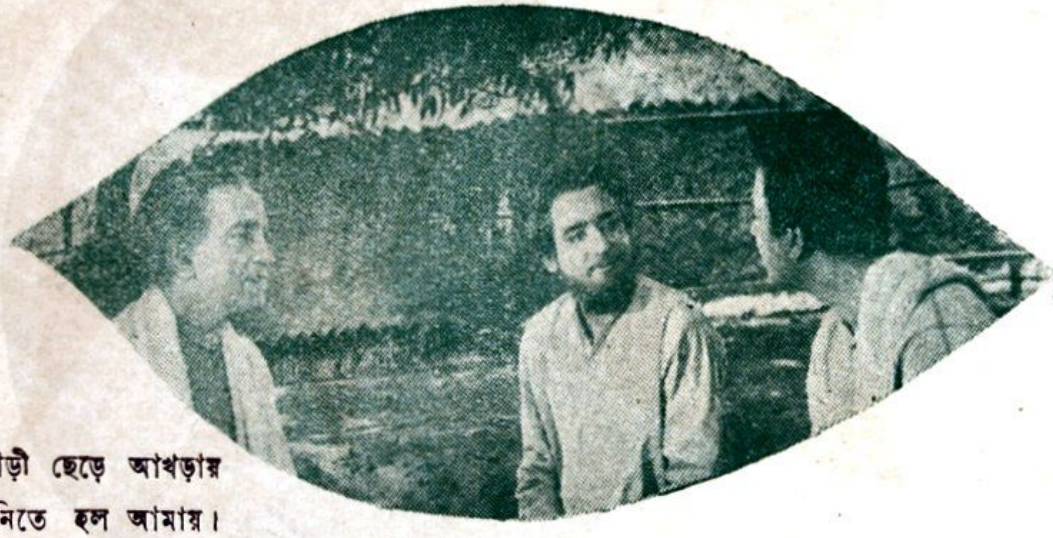

গহরের বাড়ী ছেড়ে আখড়ায় আতিথ্য নিতে হল আমায়। গহরই অনুমতি দিল। তখন পুঁটুরাণীর ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত—তার ভালো একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, কিছুদিন আমার ছুটি। দিন কাটতে লাগল মুরারিপুরের আখড়ায়।

এক নতুন জগতে পৌঁছেছি—যেন স্বপ্নের ভেতর। ঠাকুর সেবায়, কীর্তনে, জপেতপে এ আর এক পৃথিবী। এখানকার গুরু দ্বারিকাদাস—এখানকার প্রাণলক্ষ্মী কমললতা।

যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি গান। সাধারণ বৈষ্ণবীদের সঙ্গে তার কোথাও মেলে না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। আমাকে 'শ্রীকান্ত' বলে সে কখনো ডাকে না। বলে, 'নতুন গোঁসাই।'

'কেন কমললতা?'

ও নামটা যে আমার ধরতে নেই গোঁসাই।'

ভেবেছিলাম, এই ভাবের জগতে—এই কীর্তন-ভজন-সাধনার মাঝখানে বাইরের সংসার কোনো জটিলতার ছায়া ফেলতে পারে না বুঝি। কিন্তু এরই মধ্যে দেখা দিল মন্মথ।

মন্মথ। সেই রাহু। একদিন বিত্তশালী ঘরের বালবিধবার সরল নিষ্পাপ জীবনকে সে-ই কাদায় লুটিয়ে দিয়েছিল, তারই জন্যে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল নিরপরাধ তরুণ যতীনকে, সেই-ই উষাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল অন্ধকারের স্রোতে।

তারপর উষার নবজন্ম। সে কমললতা। সংসারের সব কলঙ্ক মুছে ফেলে শ্যাম সায়রে ফুটে উঠল রাধাপদ্ম হয়ে।

কিন্তু মুক্তি বুঝি কোথাও নেই।

এই পাগল আপন ভোলা মানুষটির প্রতি কমলের মন ভরে যায় করুণায় কিন্তু গহরের ভালোবাসার প্রতিদান সে তো দিতে পারে না কিছুতেই।

আর কমল ভালোবেসেছে আমাকে। এই ভবঘুরে শ্রীকান্তকে।

যে স্বামীকে সে হারিয়েছে ছেলেবেলায়, যার মুখও তার মনে পড়ে না—তারও নাম ছিল শ্রীকান্ত। ওই নামের মধ্য দিয়েই সে বুঝি দেখতে পেলো আমার সঙ্গে তার জন্মজন্মান্তরের এক অপরূপ সম্বন্ধ।

কিন্তু এ জন্মে তো কোথাও মিলন নেই কমললতার। তার যে রাধা প্রেম—সেখানে চিরবিচ্ছেদ, চিরকালের মাথুর। তাই আমাকে সে ডাক দিয়েছিল ঘরের দিকে নয় বৃন্দাবনের পথে।

কিছুদিনের জন্যে চলে এসেছি কলকাতায়—বর্মা ফেরার ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে ঝড় উঠল মুরারিপুরে।

গহরের সেই নিঃশব্দ পূজা, সেই বাউলের প্রেম, সেই ধ্যান লোক নিন্দার কুশ্রীতায় তা আবিল হয়ে উঠল। যে গহর হিন্দু-মুসলিম নির্বিচারে দু-হাতে দান করেছে, পবিত্রতায়, সরলতায় যে দেবতার মতো নিষ্পাপ, তাকে আর কমললতাকে জড়িয়ে উঠল কুৎসার বিষ বাষ্প। নবদ্বীপের গোঁসাইরা ছুটে এলেন কমললতার বিচার করতে।

গহর তখন মৃত্যু শয্যায়। পরম বন্ধু, একান্ত হিতৈষী, এই মহাপ্রাণ মানুষটির শেষ ক'টি মুহূর্ত সেবা দিয়ে স্নেহ দিয়ে ভরে দিয়েছিল কমললতা। সেই 'অপরাধে' আখড়া থেকে নির্বাসিত হল সে। দ্বারিকাদাস তাঁর সব শুভ চেষ্টা দিয়েও ঠেকাতে পারলেন না, বিচারের নামে এই অবিচার।

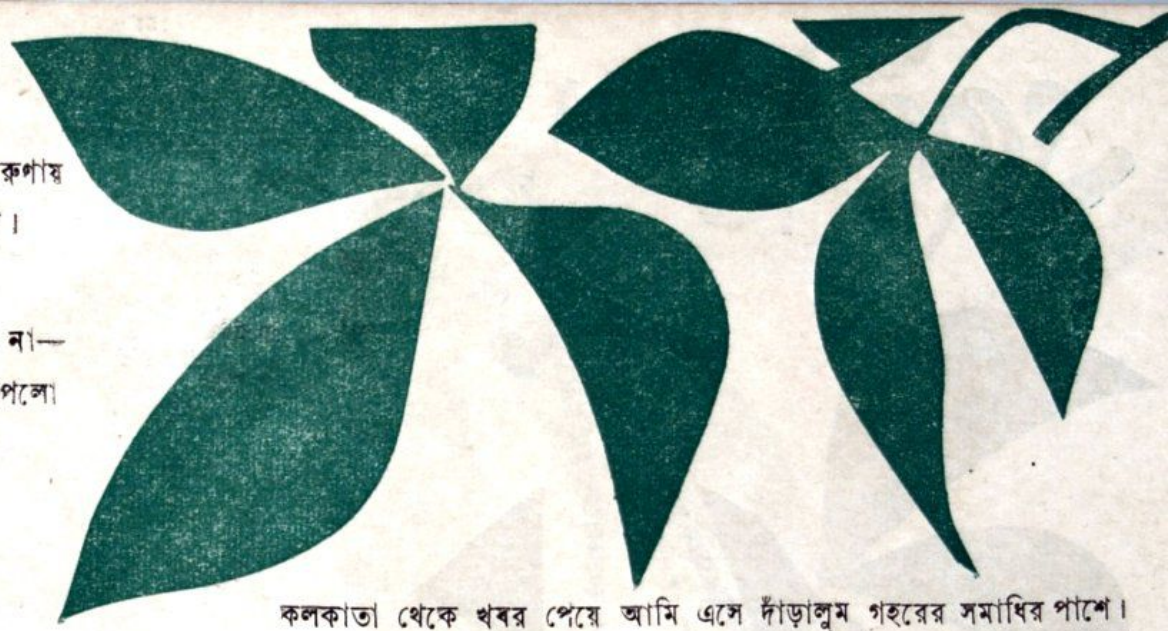

কলকাতা থেকে খবর পেয়ে আমি এসে দাঁড়ালুম গহরের সমাধির পাশে। সেখানে কমলের দেওয়া ফুলগুলো চির ঘুমন্ত মানুষটিকে তখনো সান্ত্বনার স্পর্শ দিচ্ছিল বুঝি।

গহরের শেষ ইচ্ছা অনুসারে তার 'রামায়ণ' দিয়ে এলাম আখড়ায়। দ্বারিকাদাস কথা খুঁজে পেলেন না। কীই বা তাঁর বলবার ছিল?

কিন্তু কমল? কোথায় কমল? সে যে আমাকে কথা দিয়েছিল আমার অনুমতি না নিয়ে সে কোথাও যাবে না?

শ্যাম-সায়রের সেই রাধাপদ্মকে আমি পাব না, কেউ তাকে পায় না। আমাকে ভালোবেসে—সেই ভালোবাসা কমললতা তুলে দিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে। তাই হোক। এই প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে তার যাত্রা চলুক বৃন্দাবনের পথে, যেখানে তার মুক্তি, তার নির্বাণ।

তবু আমি অপেক্ষা করব। আমাকে দেখা না দিয়ে সে কোথাও যাবে না।

সারা জীবন আমি অপেক্ষা করব তার জন্যে।

সঙ্গীত

নয়ন মোহন শ্যাম নয়ন ছাড়িয়া মোর
এস বঁধু থাকো এ পরাণে
শ্যাম সুধারসে জরজর অন্তর
কানু ছাড়া আর নাহি জানে।
ব্রজবল্লভ গোপীবল্লভ
রাধাবল্লভ বিনে
আন নাহি জানে।
তুমি অকলংক শশী হে আমার
আমার কপালে বিধি
মিলায়েছে গুণানধি
এমন বঁধুয়া আছে কা'র।
তুয়া অনুরাগে পিয়া
সকলি সমর্পিয়া
ও চরণ করিনু যে সার
আমি সার করেছি
ওই লাজ কুল মান ভাসায়ে দিয়ে
ও রাঙা চরণ সার করেছি
ও চরণ করিনু যে সার।

আহা তুমি ছাড়া আর সুখ নাই,
বঁধু তুমি যদি দাও
সুধা ভেবে আমি
হাসিয়া গরল খাই।
আমার নালিশ করে গেলে
নাই বা রাখিলে
রাখো শ্রীচরণ-তলে।
আমায় ছেড়ো না হে নাথ
ভাসায়ে দিও না
ভব-জলধির জলে।

—প্রণব রায়

(২)

সে বিনে আর জানে না এই মন
সে আমার আপন হ'তেও আপন জন।
সেই একজনাকেই মন সঁপেছি
স্বজন কি আর হয় দুজন।
সে আছে আমার পরাণে
তাই ভাব-দরিয়ায় ঢেউ উঠেছে
ফুল ফুটেছে
ভাবের বাগানে
আর দিবানিশি নিরিবিলি
কত ভাবের আলাপন।
তারে মন দিয়েছি বলে,
আমার হৃদ্‌কমলে অরূপ মধু—
প্রেমের মধু নিতুই উথলে ;
তাই আকাশ মধুর বাতাস মধুর
মধুর মধুর এই জীবন।

—প্রণব রায়

(৩)

আহা ধীরে চল ধনি
হংস গামিনী
তনু দেহলতা ফুলে অবনতা
চ'লে ঢ'লে পড়ে অঙ্গ,
মরি ওই রূপ বলিহারি
(যেন) ভরা কুম্ভের বারি
অঙ্গ হেলনে
ললিত দোলনে উছলে রূপ-তরঙ্গ।

—প্রণব রায়

(৪)

বন সনে আওয়ত নন্দ দুলাল
এতক্ষণ মাঠে থাক কাহার ছাওয়াল।
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানু লম্বিত গলে বনমাল
বন সনে আওয়ত নন্দ দুলাল

(৫)

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল,
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল
বিরহই নবল কিশোর
কালিন্দী পালন কুঞ্জবন শোভন
নব নব প্রেম বিভোর।

(৬)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ

*

গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বলো
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বলো

*

এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা
দেখবি যদি আয়
এই ভাবের নদীয়ায়
ও তার রঙ ফিরেছে ঢঙ ফিরেছে
কালো এখন চেনা দায়
রঙ ফিরেছে ঢঙ ফিরেছে
কালো এখন চেনা দায়
এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা
দেখবি যদি আয়
এই ভাবের নদীয়ায়
গৌর রূপের ফাঁদে পড়ে
পরাণ পাখী কাঁদে—
করি কী উপায়
ও আমার.....পরাণ রাখা দায়।

*

তোমার সনে বঁধু মোর মিলন সদাই
বাহিরে হারালে তুমি অন্তরে পাই—
আমার বিচ্ছেদ নাই।

—প্রণব রায়

(৭)

কুঞ্জে জাগিল কানু নিশি অবসান
কানু ল'য়ে যায় মোর সারা দিনমান।
বঁধুর সেবায় করি কত আয়োজন
ভজন পূজন বলো সাধিব কখন।
সিনান করাই তারে আঁখি-যমুনায়
মরমের সুধা ল'য়ে ভোগ দিই তায়।

—প্রণব রায়

(৮)

মন, কখন সুরু কখন যে শেষ
কে জানে,
এ যে বাজীকরের খেলা রে মন
যার খেলা হায় সে জানে।
ও মন, তারই হাতের একতারা যে আমি,
ওরে সে বাজালে বাজি
আবার সে থামালে থামি
বুঝি না এ কোন্ ক্ষ্যাপামি।
ও সে জগৎ-মেলায় পুতুল নাচায়
কে বোঝে বল সেই মানে ?
দয়াল বন্ধু আছে তো সেই জনা
যার দয়াতে হয় সকল ব্যথা
আনন্দেরই সোনা—
হয় সে সুধারসের কণা :
ও আমি তার ঠিকানাই খুঁজে বেড়াই
এপার ওপার সবখানে।

—প্রণব রায়

(৯)

হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা,
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা।
আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ,
যদি পাখা পাই পাখি হইয়া যাই
না দেখাই পাপ মুখ।
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইতে
পিরীতির কিবা সুখ।

—চণ্ডীদাস

(১০)

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

—চণ্ডীদাস

(১১)

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা,
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা।

—চণ্ডীদাস

১২)

বঁধু তোমারে লইয়া যাব দেশে দেশে
ঘরে না ফিরিব আর।

(১৩)

ধরম করম যাউক
তাহে না ডরাই
মনের ভরমে পাছে
বন্ধুরে হারাই।

(১৪)

দেখো সখি, সাজিল নন্দকুমার
শিরে ময়ুর পাখা
অলকা তিলকা আঁক
শোভিছে মালতী হার
চন্দনে কিবা শোভা
মাধুরী মনোলোভা
বঁধুই তুলনা বঁধুয়ার
মৃদু হাসি বয়ানে
কতই মোহিনী জানে
কত ছলা চিকন কালার।
দেখ সখি সাজিল নন্দকুমার
সুন্দর বরতনু
আঁখি যে ফুলধনু
যুবতী হিয়া মানে হার।
মদন মনোহর
নটবর নাগর
আকুল পরাণ রাধারে।

—প্রণব রায়

(১৫)

তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে
মনে লয় ও দুটি চরণ—
সদা লয়্যা রাখি বুকে।
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা
পরাণ-বঁধুয়া কালার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা।

—জ্ঞানদাস

১৬)

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিত অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভালো ॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশল কুশল মানি ॥

—চণ্ডীদাস

১৭)

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

—বিদ্যাপতি

(১৮)

(প্রথম পর্যায়)

এই না মাধবী তলে
আমারে লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়,
পিয়া বিনে হিয়া কেনে
ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।
সখী হে, বড় দুখ রহল মরমে,
আমারে ছাড়িয়া পিয়া
মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে।

(দ্বিতীয় পর্যায়)

আমারে লইয়া কোরে
অনিমিখে মুখ হেরে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।

সে হেন গুণের পিয়া
কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়

আমারি লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।

—গোবিন্দ দাস

কণ্ঠসংঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র

আবহ সংঙ্গীত : স্বরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

প্রচার শিল্পী : রণেন আয়ান দত্ত,
বারীন গুপ্ত

স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ

পরিচয় লিখনে : শ্রীশঃ

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ও নিউ থিয়েটার্স এক নং ষ্টুডিওতে গৃহীত।

আর. বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য সুভাস ঘোষ, ভবরঞ্জন দাস, কাশী কোণার, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, রাম বিলাস

রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী মোহন চ্যাটার্জি

সহকারী পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি, বীরেশ চ্যাটার্জি, অমল শূর

সহকারীবৃন্দ :

চিত্রগ্রহণে : শান্তি গুহ

সম্পাদনায় : কাশীনাথ বসু

রূপসজ্জায় : পঞ্চু দাস, নৃপেন চ্যাটার্জি

শব্দ গ্রহণে : ৺ঋষি ব্যানার্জি, অনিল নন্দন, সিদ্ধি নাগ, জ্যোতি চ্যাটার্জি

ব্যবস্থাপনায় : যতীন দাস, রমনী দাস, সুবীর ঘোষ

সাজসজ্জায় : কার্ত্তিক লংকা, কানাই মিত্র

উপদেষ্টা : প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী

পরিবেশনায়

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাধু খাঁ, শ্রীঅসীম পাল, ৺সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৺বিশু দাসগুপ্ত, ইম্পিরীয়াল নার্সারী

রমেন চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রক : প্রাচী প্রেস, কলি-৯